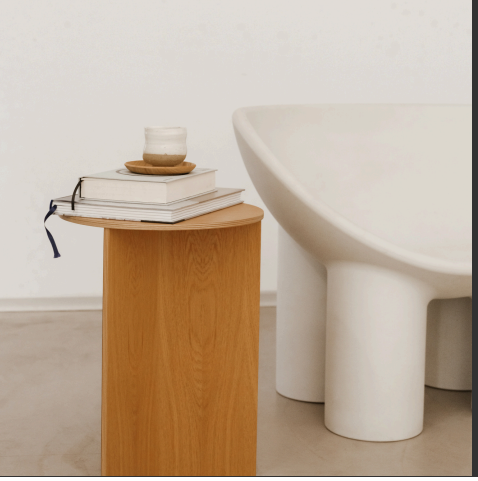

Anthropology

BY TEAM CRACKEX

Notes on Anthropology, Optional paper for WBCS

Chapter 1

Biological Anthropology

নৃবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ **'Anthropology'** এসেছে গ্রিক শব্দ **'Anthropos'** ও **'Logia'** থেকে। গ্রিক শব্দ **Anthropos** অর্থ মানুষ এবং **Logia** অর্থ হল অধ্যয়ন। তাই মানব সম্পর্কিত পাঠ বা অধ্যয়ন হল Anthropology বা নৃবিজ্ঞান । Aristotle কে নৃবিজ্ঞানের জনক বলা হলেও, তাঁর অবদান ছিল নগণ্য । নৃবিজ্ঞানের মূল আলোচনার পরিধি হল—মানুষের জৈবিক অবস্থা, সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র, অনুষ্ঠান, প্রথা ইত্যাদি নিয়ে । তাই বিশিষ্ট নৃবিজ্ঞানী **Herskovits** বলেছেন—**"Anthropology is the study of Man and his Works."** অর্থাৎ মানুষ ও তাঁর কর্মধারার অধ্যয়ন । **E.A. Hoebel** এর মতে—**"Anthropology is the Science of Man and his culture"**। নৃবিজ্ঞান হল মানুষ ও তার সংস্কৃতির বিজ্ঞান ।

নৃবিজ্ঞানের শাখা (Branches of Anthropology)

A. জৈবিক নৃবিজ্ঞান (Biological Anthropology): মানব অঙ্গসংস্থানতত্ত্ব, জিন ও বংশগতি অধ্যয়ন ।

1. **মানব জীববিদ্যা:** মানব জীববিদ্যার মাধ্যমে মানুষের অঙ্গসংস্থানগত ও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় । এই শাখা অবগত করে মানুষ প্রাণী রাজ্যের অন্তর্গত জীব ।
2. **পুরা নৃবিজ্ঞান (Palaeoanthropology):** 'Palaeo' অর্থ হল পুরা বা পুরাণ । জৈবিক নৃবিজ্ঞানের এই শাখায় প্রাচীন হোমিনিডদের জীবাশ্ম সংগ্রহ, তালিকা প্রস্তুত এবং তাদের জীবিত থাকার সময়কাল নির্ণয় করা হয় । উদা: অস্ট্রালোপিথেকাস থেকে হোমো গণের বিবর্তন ।
3. **প্রাইমেট বিজ্ঞান (Primatology):** প্রাণী রাজ্যে সর্বপেক্ষা উন্নত বর্গ হল প্রাইমেট বর্গ । এই শাখাটিতে প্রাইমেটদের দেহগত ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হয় । উদা: মানুষ, অ্যাপ, মাঙ্কি
4. **অস্থি বিদ্যা (Osteology):** মানুষের কঙ্কালতন্ত্রের গঠন প্রকৃতি, অস্থির নাম ও অবস্থান নিয়ে অধ্যয়ন করা হয় । উদা: মানব কঙ্কালে 206টি অস্থি ।

5. **জাতি বিদ্যা (Ethnology):** পৃথিবীর বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীকে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বিভাজন করা হয়। উদা: নিগ্রো জাতি ।
6. **মানব প্রজনন বিদ্যা:** মানুষের জৈবিক বৈশিষ্ট্যের এবং বিভিন্ন প্রজন্মে তার পরিবর্তন পর্যালোচনা করা হয় ।
7. **নৃমিতি (Anthropometry):** জীবিত অথবা মৃত মানুষের ও কঙ্কালতন্ত্রের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে মাপ গ্রহণ ।
8. **গোয়েন্দা নৃবিজ্ঞান (Forensic Anthropology):** অপরাধী শনাক্তকরণ, পিতৃত্ব/মাতৃত্ব নিরূপণ ও মৃতদেহ শনাক্তকরণ নিয়ে এই শাখা অধ্যয়ন করে ।
9. **জনতত্ত্ব (Demography):** মানুষের জন্ম ও মৃত্যু হার ইত্যাদি সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ।

B. সমাজ সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান (Socio-Cultural Anthropology): নৃ-বিজ্ঞানের যে শাখা মানুষের সমাজ ব্যবস্থার ধারা ও নানান কর্মপদ্ধতির বিশ্লেষণ করে তাকে সমাজ সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান বলা হয় । নৃবিজ্ঞানী E.B. Tylor এর মতে, "Cultural Anthropology is the behaviours of Man which are learned including among other social, "linguistic, technical and familial." অর্থাৎ সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান মানব জাতির ভাষা পরিবার ও প্রযুক্তিগত আচার আচরণ নিয়ে আলোচনা করে।

তাই সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সাথে সামাজিক নৃবিজ্ঞানের সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়, মানব সমাজ এর নানা কর্মকাণ্ড অধ্যয়নে সমাজ সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা বিশেষ ভাবে আগ্রহী, সমাজ সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের কর্মক্ষেত্র বিশেষ ভাবে বিস্তৃত যেমন—সামাজিক জীবন ধারণ, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, সাংস্কৃতিক অভিযোজন, ধর্ম প্রথা ইত্যাদি। সমাজ সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রধান উপশাখা হল:

- **জাতি তত্ত্ব (Ethnology):** পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন জাতি-উপজাতির জীবনযাত্রা, রীতিনীতি ও বিশ্বাসের বিবরণ দান করা ।
- **জাতি বৃত্তি (Ethnography):** নির্দিষ্ট সমাজ বা গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার বর্ণনামূলক ও তুলনামূলক বিচার ।
- **রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞান:** ক্ষমতার উৎস, নেতৃত্ব, সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে গবেষণা ।
- **অর্থনৈতিক নৃবিজ্ঞান:** উৎপাদন, ভোগ, সঞ্চয় ও বণ্টন নিয়ে আলোচনা ।
- **প্রতীকী নৃবিজ্ঞান:** সমাজ কাঠামোর অন্তর্নিহিত অর্থ ও প্রতীকের ব্যবহার (যেমন: তেরঙ্গা জাতীয়তা বোধের প্রতীক) ।

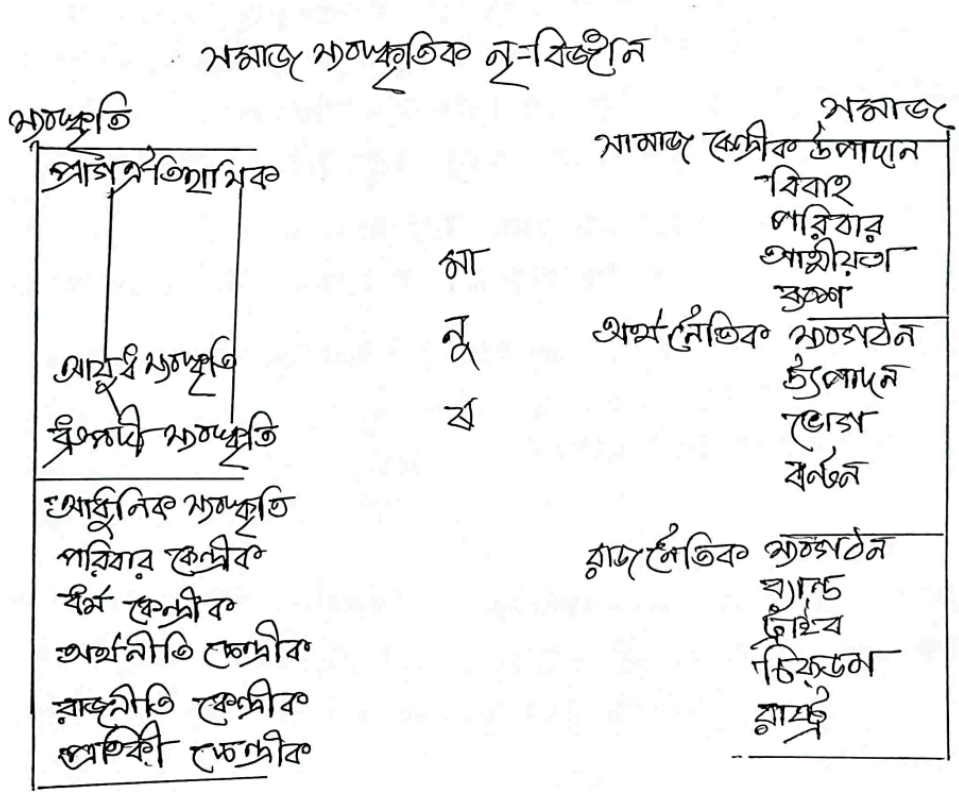

C. প্রাগঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব (Prehistoric Archaeology): প্রত্নতত্ত্বের মাধ্যমে প্রাগঐতিহাসিক মানুষের নির্মিত বস্তুসামগ্রী (Artifact) পরীক্ষা করে সমসাময়িক জীবনযাত্রা ও বিবর্তনের ধারা পর্যালোচনা করা হয়.

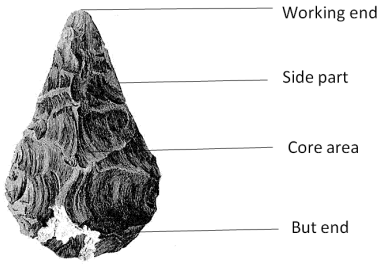

Hand Axe

- **প্রাগঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব:** অলিখিত ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা। কার্বন ডেটিং পদ্ধতির মাধ্যমে সময়কাল নির্ণয় করা হয় (উদা: হাতকুঠার, কর্তরী)

- **ধ্রুপদী প্রত্নতত্ত্ব (Classical Archaeology):** অতীত সমাজের লিখিত বিবরণ বা শিলালিপি যা আজও পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি, সেগুলির বিশ্লেষণ (উদা: সিন্ধু লিপি, মিশরীয় সভ্যতা)

WBCS Anthropology Optional (Sample Note)

MARRIAGE

By Ranadip Roy

Define marriage. Salient features of marriage. Critically examine the Function of marriage

সমাজ সংস্কৃতি নৃ-বিজ্ঞানের একটি শাখা হল সামাজিক নৃ-বিজ্ঞান যা সমাজ গুলি সামাজিক উপাদানের উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে। প্রত্যেকটি সামাজিক উপাদান পরস্পরের সাথে বন্ধনের মাধ্যমে সামাজিক সাম্য ব্যবস্থা বজায় রাখে। উপাদান গুলির মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো "বিবাহ" যা সাধারণত প্রকাশ্য বা সমাজ সমর্থিত রীতি-নীতির মাধ্যমে এক বা একাধিক নারী পুরুষের মিলনকে বোঝায়। এই মিলন উভয়ের জৈবিক চাহিদার নিবৃত্তি ছাড়াও পারস্পরিক অধিকার এবং দায়বদ্ধতার সাথে যুক্ত থাকে।

'বিবাহ' নামক এই প্রথাটি প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মীয় ভাবাবেগ দ্বারা প্রভাবিত ছিল, বর্তমানে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব সংস্কৃতায়ন এর ফলে ধর্মীয় রীতির সাথে আইনত স্বীকৃতি পেয়েছে। বহু সমাজবিজ্ঞানী সমস্ত মানব সমাজের ওপর ভিত্তি করে 'বিবাহের' সংজ্ঞা দানের চেষ্টা করেছেন, এই সংজ্ঞা গুলিকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

I) বিবাহের সংজ্ঞা যা ১৯৫৫ সালের আগে: বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ওয়েস্টার মার্ক বিবাহের প্রাচীন সংজ্ঞাটি ১৯২৯ সালে দিয়েছিলেন—

"বিবাহ হল এক বা একাধিক পুরুষের সাথে ধর্মীয় ভাবে সমর্থিত এক বা একাধিক মহিলার সমাজ স্বীকৃত আইন ও প্রথা, যার মাধ্যমে মিলিত পুরুষ ও স্ত্রী দ্বারা সিদ্ধ সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে পারস্পরিক কর্তব্য ও অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ঘটে।"

১৯৪৯ সালে সমাজ নৃ-বিজ্ঞানী **(Murdock)** বিবাহকে বিশ্বজনীন সংস্থা হিসাবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন—

"বিবাহের মধ্য দিয়ে একত্রে বসবাস, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, মৌলিক পরিবারের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক বন্ধন দৃঢ় হয়।"

II) বিবাহের সংজ্ঞা ১৯৫৫ সালের পরে: নারী পুরুষের পারস্পরিক মিলন, তার ফলে সৃষ্ট বৈধতাকে নজরে রেখে বিজ্ঞানী ক্যাথলিন ডাফ বিবাহের সংজ্ঞা দান করেন। তাঁর মতে—

"A relationship established between a woman and one or more person which provide that a child born to the woman under circumstance not prohibited by rules of the relationship, his accorded full birth status right common to normal member of his/her society."

- **সেলিগ ম্যানের মতে** "বিবাহ হল একজন পুরুষ ও একজন মহিলার মিলন, যেখানে ওই মহিলা যে সন্তান সন্ততি জন্ম দেয় তা ওই পিতা জানায় আইন সিদ্ধ সন্তান সন্ততি রূপে সমাজে স্বীকৃতি পায়।"
- **1994 সালে উইলিয়াম স্টিফেন বলেছেন**—"বিবাহ হল সমাজ সিদ্ধ যৌন-মিলনের ক্ষেত্র যা জনগণের মতদানের মাধ্যমে শুরু হয়, স্থায়িত্বের ধারণার সহিত সম্পর্কিত, সম্মিলিত সুষ্পষ্ট বিবাহের চুক্তি যা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এবং তাদের ভবিষ্যৎ সন্তানদের মধ্যে পারস্পরিক বাধ্যবাধকতা বজায় রাখে।"

সমাজ বিজ্ঞানীরা সমগ্র বিশ্ব তথা ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় বিবাহের যে যে বৈশিষ্ট্য গুলি উল্লেখ করেছেন তা নিম্নে দেওয়া হল—

i) বিবাহ হল এক বা একাধিক পুরুষের সাথে এক বা একাধিক নারীর সমাজ স্বীকৃত ভাবে স্বামী অথবা স্ত্রীর নির্বাচন প্রক্রিয়া।

ii) বিবাহ হল প্রকাশ্য সামাজিক ঘোষণা, সমর্থন অথবা আচরণ দ্বারা সম্পাদিত একটি প্রথা।

iii) বিবাহের ফলে পুরুষ ও মহিলা সমাজ স্বীকৃত ভাবে যৌন অধিকার ভোগ করতে পারে।

এই হাতে লেখা নোটের প্রতিলিপি নিচে দেওয়া হলো:

iv) বিবাহজাত সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে সামাজিক বৈধতা লক্ষ্য করা যায় যা উত্তরাধিকারের ধারাকে নির্দেশ করে।

v) এই প্রথাটির মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে অর্থনৈতিক সংস্থান ও সুরক্ষা দান করে।

vi) এই প্রথাটির মধ্য দিয়ে সন্তানের ক্ষেত্রে কোনো পুরুষ জৈবিক অথবা সামাজিক পিতা হিসাবে নির্বাচিত হয়।

vii) বিবাহের দ্বারা কোনো স্ত্রী তার সন্তানের জৈবিক মাতার পাশাপাশি সামাজিক মাতার অধিকার পায়।

viii) এই প্রথাটির দ্বারা, কোনো পুরুষ দ্বারা তার স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততির খাদ্য সংস্থান ও সুরক্ষার দিকটি বজায় থাকে।

ix) এই প্রথাটির মধ্য দিয়ে স্ত্রীর দ্বারা তার স্বামী ও সন্তান ও সন্ততির খাদ্য সংস্থান ও সুরক্ষার দিকটি বজায় থাকে।

x) এই প্রথাটির মধ্য দিয়ে কোন পুরুষের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিরা সরাসরি উত্তরাধিকারী হয়ে থাকে; যার মধ্য দিয়ে সন্তানেরা উপকৃত হয়।

বিবাহের কার্যাবলী:

সমাজ বিজ্ঞানীরা বিবাহকে 'সামাজিক সংস্থা' হিসাবে উল্লেখ করেছেন, যেখানে সমাজ ব্যবস্থার প্রতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কতগুলি ক্রিয়াবাদী ইঙ্গিত বর্তমান। ক্রিয়াবাদীরা বলছেন প্রতিটি সামাজিক সংস্থায় কোন মৌলিক চাহিদার ওপর গড়ে ওঠে। এই মৌলিক চাহিদাগুলির মধ্য দিয়েই প্রতিটি সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয়। সেইভাবে বিবাহের মৌলিক চাহিদাগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল:

i) জৈবিক কাজ: বিবাহের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের মধ্যে যে যৌন সম্পর্কটি রক্ষিত হয় তা সমাজ স্বীকৃত। সামাজিক বিধি নিষেধের মধ্য দিয়েই স্বামী-স্ত্রী সুস্থ যৌন সম্পর্ককে নির্দিষ্ট মুখে চালিত করে। তার ফল স্বরূপ যে সন্তান সৃষ্টি হয় তা সমাজ স্বীকৃত। কারণ প্রত্যেকটি স্বামী স্ত্রী তার উত্তরাধিকারীর ধারাকে জৈবিক স্বীকৃতির মাধ্যমে বজায় রাখার চেষ্টা করে। সুতরাং বলা যায় বিবাহ হল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা যা স্বামী স্ত্রীর জৈবিক কার্য সম্পাদনে সহায়তা করে।

ii) সামাজিক কাজ: জৈবিক চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিবাহ নামক সংস্থাটি নির্দিষ্ট সমাজ ও সম্প্রদায় অনুযায়ী সামাজিক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। বিখ্যাত সমাজ নৃ-বিজ্ঞানী এডমন্ড লিচ বিবাহকে সামাজিক কাজকর্মের নিরিখে গঠিত একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হিসাবে গণ্য করেছেন। বিবাহের সামাজিক কাজগুলি হল—

1. এই প্রথাটির মাধ্যমে নারী-পুরুষের সৃষ্ট সন্তান-সন্ততি সামাজিক স্বীকৃতি পায়।
2. বিবাহের মধ্য দিয়ে মৌলিক বা একক পরিবার গড়ে ওঠে, যেখানে উপস্থিত সদস্যরা রক্ত সম্পর্কিত ও অ-রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়তার বন্ধনে যুক্ত।
3. আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে সম্পদের অধিকার বজায় রাখতে বিবাহ সামাজিক কার্য করে থাকে।
4. বিবাহের মধ্য দিয়ে গঠিত পরিবারটি সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে থাকে।

iii) অর্থনৈতিক কার্যাবলী: আধুনিক সমাজ হোক বা উপজাতি সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই বিবাহ অর্থনৈতিক সংস্থানের পথকে সুগম করে। পরিবারের মধ্যে নারী ও পুরুষ বয়স ভিত্তিক ভাবে কার্য সম্পাদন করে, যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক দিকটি সুরক্ষিত থাকে। প্রাচীনকাল থেকেই পুরুষেরা শ্রম সাপেক্ষ কর্ম সম্পাদনে নিযুক্ত রয়েছে, যেমন— কৃষিকাজ, পশুপিকার ইত্যাদি। চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী নারীরা বর্তমানেও গৃহস্থালির কাজকর্ম ও খাদ্য প্রস্তুত করে থাকে। তাই **ম্যাডক** বলেছেন "বিবাহ এমন একটি সংস্থা যার মধ্য দিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর অর্থনৈতিক দিকটি সুরক্ষিত থাকে এবং তার মধ্য দিয়েই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম উপকৃত হয়।"

Explain the Rules of Marriage

বিবাহের বিধি এবং প্রথা সমাজ ভিত্তিক বিচিত্র প্রকারের হয়ে থাকে। সমাজ বিজ্ঞানীরা নানাপ্রকার বিবাহ সম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমে দেখেছেন যে কোনো বিবাহ প্রথাটি নির্ধারিত হয়, তবে মৌলিকভাবে বিবাহের প্রধান দুই প্রকার বিধি প্রচলিত রয়েছে,

A) অন্তঃবিবাহ B) বহিঃবিবাহ

A) অন্তঃবিবাহ (Endogamy): Endogamy শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Endo' অর্থাৎ অভ্যন্তরীন এবং 'Gamos' অর্থাৎ বিবাহ থেকে এসেছে। যখন সমাজিক গোষ্ঠী বা দলের সীমানা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে হয়ে থাকে তাকে অন্তঃবিবাহ বলা হয়। এই সামাজিক গোষ্ঠী নির্দিষ্ট জাতি, গোত্র, বর্ণ, ধর্ম হতে পারে। যেমন— হিন্দু সমাজ, মুসলিম সমাজ, খ্রিস্টান সমাজ ইত্যাদি।

(B) বহিঃবিবাহ: Exogamy কথাটি এসেছে 'Exos' অর্থাৎ বাইরে এবং 'Gamos' অর্থাৎ বিবাহ থেকে, স্পষ্টই বোঝা যায়, বহিঃবিবাহ হলো কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বাইরে অর্থাৎ দুটি ভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সমাজ স্বীকৃত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন। অনেক ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিকভাবে সাদৃশ্যতা থাকায় কোনো ব্যক্তি বা মহিলা নিজ গোষ্ঠীর বাইরে থেকে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন করে, যেমন— হিন্দু-খ্রিস্টান বিবাহ।

- আবার সাঁওতাল সমাজে সগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ, তাই তাঁরা বহিঃবিবাহ করে থাকেন।
- ভারতীয় হিন্দু সমাজের আওতাভুক্ত দুই প্রকার বিবাহ লক্ষ্য করা যায় যেগুলি অবশ্যই অন্তঃবিবাহ নীতি অনুসরণ করে।

a) অনুলোম: যখন উচ্চবর্ণের কোনো পুরুষ নিম্নবর্ণের থেকে পাত্রী নির্বাচন করে তখন তাকে অনুলোম বিবাহ বলে, যেমন— ব্রাহ্মণ পুরুষ যেমন অব্রাহ্মণ মহিলাকে বিবাহ করলে। সমাজ নৃ-বিজ্ঞানীদের মতে, অনুলোম বিবাহের মধ্য দিয়ে কোন স্ত্রী সামাজিক উন্নতি ঘটে থাকে, কারণ ভারতীয় হিন্দু সমাজ পুরুষতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করে।

b) প্রতিলোম: যখন কোনো উচ্চবর্ণের মহিলা নিম্ন বর্ণজাত পুরুষকে স্বামী রূপে গ্রহণ করে তখন তাকে প্রতিলোম বিবাহ বলা হয়, যেমন— ব্রাহ্মণ মহিলার অ-ব্রাহ্মণ পুরুষের সাথে বিবাহ। সমাজ নৃ-বিজ্ঞানীদের মতে, বিবাহের দ্বারা স্ত্রী-র গোত্র পরিবর্তনের জন্য ওই মহিলা এবং তার পিতার সামাজিক বিচ্যুতি ঘটে, এই প্রথাটি প্রাচীনকালে সমাজসিদ্ধ না হলেও পরবর্তীকালে সামাজিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

Q. Types of Marriage/What are the different types of marriage? Explain their basis.

সাধারণত উন্নত সমাজ ও আদিবাসী সমাজে বিবাহের বহু শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়। মূলত দু-ভাগে বিভক্ত করা যায়।

(a) এক বিবাহ (Monogamy):

যখন কোনো পুরুষের কোনো এক নির্দিষ্ট সময়ে একজনই স্ত্রী থাকে বা কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে কেবল একজন পুরুষ কোনো এক মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাকে একবিবাহ বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে এই বিবাহ সার্বজনীন। স্বামী বা স্ত্রী কোনো একজনের মৃত্যু বা বিবাহ বিচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত উভয়ই দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে পারে না, ফলে এই ধরনের বিবাহকে

সাধারণভাবে এক বিবাহ বলে। এছাড়াও কোনো পুরুষ বা কোনো স্ত্রী বিবাহ বিচ্ছেদ বা কোনো একজনের অবর্তমানে পুনরায় বিবাহ ঘটলে তাকে পুন: একবিবাহ বলে।

যেমন— আধুনিক ভারতীয় সমাজ, ইউরোপীয় সমাজ, সাঁওতাল, ওঁরাও, খাঁসি প্রভৃতি আদিবাসী সমাজ।

(b) বহুবিবাহ (Polygamy):

যখন একজন পুরুষ একই সময়ে একাধিক মহিলার সাথে অথবা একজনের স্ত্রী লোকের একটি নির্দিষ্ট সময়ে একাধিক স্বামী থাকে বা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন তাকে বহুবিবাহ বলে। এই প্রকার বিবাহ মূলত তিন ভাগে বিভক্ত—

১. বহুপত্নী মূলক বিবাহ (Polygyny)
২. বহুপতি মূলক বিবাহ (Polyandry)
৩. যৌথ বিবাহ (Polygynandry)

১. বহুপত্নী মূলক বিবাহ: যে বিবাহের মাধ্যমে একজন পুরুষ একাধিক মহিলাকে বিবাহ করতে পারে তাকে বহুপত্নী মূলক বিবাহ বলে। পৃথিবীর বহু দেশে এই প্রকার বিবাহের রীতি প্রচলন রয়েছে। ইহা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে:

a. <u>দ্বি-পত্নী মূলক বিবাহ:</u> যখন একজন পুরুষ একই সময়ে কেবলমাত্র দুজন মহিলাকে স্ত্রী রূপে নির্বাচন করতে পারে তাকে দ্বি-পত্নী মূলক বিবাহ বলে। ওড়িশায় হো আদিবাসীদের মধ্যে এই প্রকার বিবাহের প্রচলন রয়েছে, যেখানে প্রথম স্ত্রী গৃহের চাষবাস ও গৃহস্থালীয় কাজে নিযুক্ত থাকে এবং দ্বিতীয় স্ত্রী সন্তান সন্ততি ও স্বামীর দেখাশোনা করে।

b. <u>সাধারণ বহুপত্নী মূলক বিবাহ</u>: এই ধরণের বিবাহে একজন পুরুষের একই সময়ে দুইয়ের বেশি স্ত্রী বর্তমান থাকে। এই ধরণের বিবাহের মাধ্যমে পুরুষের সম্মান ও সম্পদ প্রদর্শিত হয়। সাঁওতাল, গন্ড, মুন্ডা প্রভৃতি আদিবাসী এই বহু পত্নী মূলক বিবাহের উদাহরণ।

২. বহুপতিমূলক বিবাহ (Polyandry): যখন একজন স্ত্রী একটি নির্দিষ্ট সময়ে একাধিক পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় বা একাধিক স্বামী থাকে, তখন তাকে বহুপতিমূলক বিবাহ বলে। এই ধরণের বিবাহ সাধারণত বিরল প্রকৃতির। উত্তরাখণ্ডের খাসা এবং দক্ষিণ ভারতের টোডা আদিবাসীদের মধ্যে এই প্রকার বিবাহের প্রচলন রয়েছে। এই প্রকার বিবাহ মূলত দু-ভাগে বিভক্ত—

a. ভ্রাতৃ-বহুপতিমূলক (Fraternal Polyandry): তিব্বতে এই ধরণের বিবাহ খুব বেশি পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে স্ত্রীর স্বামীরা সকলেই পরস্পরের ভাই হয়, অর্থাৎ একই পরিবারের সকল ভাইরা একমাত্র সমাজে স্বীকৃত স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করে। এছাড়া দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি পর্বতের টোডা উপজাতিরা এই বিবাহের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

b. অ-ভ্রাতৃবহুপতিমূলক (Non-Fraternal Polyandry): যখন কোনো স্ত্রী এর স্বামীরা পরস্পরের ভাই হয় না, তারা দূর সম্পর্কের কোনো আত্মীয় বা একই গোত্রের সদস্য বা প্রতিবেশী হয়ে থাকে, তখন তাকে অ-ভ্রাতৃবহুপতিমূলক বিবাহ বলে। টোডা আদিবাসীদের মধ্যে এই ধরণের বিবাহ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া দক্ষিণ ভারতের নায়ারদের মধ্যেও এই প্রকার বিবাহের প্রচলন রয়েছে, তেমনি উত্তরাখণ্ডের খাসায়ও এই বিবাহের উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়।

(C) যৌথ বিবাহ/গোষ্ঠী বিবাহ (Group Marriage/Polygynandry)

এই বিবাহ একসাথে বহুপত্নী ও বহুপতি মূলক বিবাহের মিলিত রূপ। যখন কয়েকজন পুরুষ সম্মিলিত ভাবে কয়েকজন মহিলাকে বিবাহ করে এবং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের স্বামী বা স্ত্রী রূপে বিবেচিত হয় তখন তাকে যৌথ বিবাহ বলে।

- বর্তমানে টোডা সমাজে কন্যা সন্তান বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কয়েকজন ভাই এর পৃথক স্ত্রী নির্বাচন লক্ষ্য করা যায়।তবুও প্রাচীন সংস্কৃতির ধারা অনুযায়ী কোনো ভাই এর স্ত্রী অন্যান্য ভাই এর স্ত্রী রূপে বিবেচিত হয় এবং যৌথ বিবাহের রূপ ধারণ করে। খাসাদের মধ্যেও এই রূপ বিবাহ লক্ষ্য করা যায়।

Q. Marriage Payment / Short note on Marriage Payment

দুটি অত্যাবশ্যকীয় বিবাহের প্রথার সাথে এমন ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত যে প্রথা সংশ্লিষ্ট সমাজ ব্যবস্থায় সাংস্কৃতিক ধাপ সৃষ্টি করেছে, সেই উল্লেখযোগ্য প্রথা দুটি হল **কন্যাপণ** এবং **বরপণ**। আদিবাসী সমাজে ছেলেমেয়ের মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পাত্রপক্ষের অভিভাবক কন্যাপক্ষকে কন্যাপণ দানের প্রতিশ্রুতি দেয়। এই কন্যাপণ নগদ অর্থ হতে পারে অথবা বিভিন্ন সামগ্রী দানের মাধ্যমে হতে পারে। প্রখ্যাত নৃ-বিজ্ঞানী **Lowie**-এর মতে "কন্যাপণ যদি পারস্পরিক অর্থ প্রদান ও গ্রহণের মাধ্যমে কেন্দ্রীভূত হয় তবে এটিকে কোনো সামগ্রিক একটি বিক্রয়ের পর্যায়ভুক্ত বলে মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়; কোনো পরিবারের ঐ বিশেষ মহিলার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতির প্রতীক হিসেবে ঐ কন্যাপণ নির্দেশিত হয় এবং কন্যার পিতা-মাতার পরিবারকে ক্ষতিপূরণ বাবদ সামান্য আনুষ্ঠানিক প্রদান হিসেবে এই পণ দেওয়া হয়।"

কন্যাপক্ষ বিবাহকালে পাত্রপক্ষকে অর্থ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদানের প্রথাকে **বরপণ** বলে। অপেক্ষাকৃত অগ্রসর এবং অনগ্রসর জন গোষ্ঠীর মধ্যে এই প্রথার রেওয়াজ বেশি, এদের মধ্যেও একই উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে; কন্যার বিবাহের পরিপ্রেক্ষিতে জামাতার নবপ্রতিষ্ঠিত সংসারটিকে স্বাচ্ছন্দ্য করে তোলার জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয়। কাজেই কন্যাপণ এবং বরপণ বিবাহের আর্থিক ভিত্তিভূমি রচনা করে।

কন্যাপণ দানে প্রচলিত কিছু আদিবাসী দায় হল — সাঁওতাল, চেন্তু, মুন্ডা, লোধা, ওঁরাও, টোডা ইত্যাদি। এবং **বরপণ** মূলত ভারতীয় হিন্দু সমাজ ছাড়া সাঁওতাল, গোণ্ড প্রভৃতি সম্প্রদায়ের এই প্রথা লক্ষণীয়। সাম্প্রতিকালে বিশেষ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিবাহের বরপণ প্রথাটি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়েছে। এর ফলে সমাজের নানা স্তরে স্ত্রীদের ওপর অত্যাচার, যার বিনিময়ে অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতির সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা সংক্রান্ত বিষয়টি পরস্পর সংযুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি কালে বিশেষ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে বিবাহের ধরন প্রথাটি আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য হয়েছে। সমাজের নানান স্তরে স্ত্রীদের ওপর অত্যাচার, যার বিধিনিষেধের মাধ্যমে অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতির সঙ্গে সামাজিক মর্যাদা সংক্রান্ত বিষয়টি পরস্পর সংযুক্ত হয়েছে।

Q. Define Prescribed Marriage

ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতিতে বিবাহ সমাজ সমর্থিত এক বা একাধিক নারী ও পুরুষের ধর্মীয় বা আইনি প্রথাদ্ধি মিলনকে বোঝায়। ভারতীয় সমাজে নির্দেশিত বিবাহকে সামাজিকভাবে নির্দিষ্টকরণ করা হয়ে থাকে, তাই লুসিমেয়ার বলেছেন— "নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠী থেকে যখন একজন পাত্র বা পাত্রী নির্বাচনে বাধ্য হয় এবং এটি আইন রূপে পরিবার কর্তৃক পালিত হয়, তাকে নির্ধারিত বিবাহ বলে।"

সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের কাঠামোবাদী নৃ-বিজ্ঞানী লেভি-স্ট্রস মৈত্র বন্ধন তত্ত্ব দ্বারা বিবাহের এই প্রকৃতিটিকে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে এই বিবাহের মধ্য দিয়েই উক্ত বংশধারায় কাঠামোগত এবং সাংগঠনিক মৈত্রী বন্ধন লক্ষ্য করা যায়। প্রাক-রাষ্ট্রীয় সমাজে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আত্মীয়ের বিবাহকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সমাজ নৃ-বিজ্ঞানী **Nidhaun** এই প্রকার বিবাহকে কাঠামোগত নীতি বলে গণ্য করেছেন।

নির্দেশিত বিবাহ মূলত তিনটি ভাগে বিভক্ত:

- **a. Cross-Cousin বিবাহ (মামা-পিসতুতো ভাইবোনের বিবাহ):** এক্ষেত্রে পিতার বোনের কন্যার সাথে অথবা মায়ের ভাইয়ের কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া হয়। উদা: দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দু পরিবার, টোডা।
- **b. Sister-exchange (ভগিনী আদান-প্রদান):** কোনো পরিবারের নিকট-আত্মীয় অর্থাৎ পিতার ভাইয়ের পুত্র-কন্যা থাকলে তারা অন্য নিকট-আত্মীয়ের পুত্র-কন্যার সাথে বিনিময় প্রথার মাধ্যমে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট লক্ষ্য করা যায়। উদা: উরালি (দঃ ভারত)।
- **c. মামা-বোনঝি বিবাহ:** দক্ষিণ ভারতের নায়ার উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে এই বিবাহের রীতি লক্ষ্য করা যায়, যেখানে মামা তাঁর বোনের প্রথম কন্যাকে স্ত্রী রূপে গণ্য করে।

বান্ছনীয় বিবাহ (Preferential marriage)

এই বিবাহের তিনটি ধরন দেখা যায়। [MBD / FSD/]

এই নাম থেকেই স্পষ্ট ইহা এক ধরনের বিবাহের প্রথা যেখানে কিছু পুরুষ ও মহিলা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এই ধরনের সম্পর্কে চিরাচরিত প্রথা আবশ্যিক নয়। প্রাচীন বা আদিম মানুষেরা নিজেদের আত্মীয়দের মধ্যে স্ত্রী নির্বাচনের অধিকার উপভোগ করত। যা পছন্দনীয় বিবাহ নামে পরিচিত। কিছু সমাজে অর্থনৈতিক কারণেও এই ধরনের বিবাহ ঘটে থাকে, আবার কিছু সমাজে সুবিধাভোগের ক্ষেত্রে মহিলা নির্বাচন করা হয়।

সমাজ বিজ্ঞানী লেভিস্ট্রস পছন্দনীয় বিবাহের কারণ হিসাবে পারিবারিক ঐক্যের দৃঢ়তাকে নির্দেশ করেছেন যা মূলত আদিবাসী সমাজে লক্ষ্যণীয়। পছন্দনীয় বিবাহ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে।

1. **<u>মামাতো পিসতুতো ভাই বোন বিবাহ:</u>**

সমাজে প্রকৃত ভাই বোনদের বিবাহকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সমাজে সন্তান সন্ততি মামাতো - পিসতুতো ভাই বোন হয়। যখন কোনো পুরুষ তার মামার ঘরের মেয়েকে (MBD) [Mother Brother Daughter] ও বাবার বোনের মেয়ের বিবাহ করে (FSD) [Father Sister Daughter] তখন তাকে মামাতো পিসতুতো ভাইবোনদের বিবাহ বলে।

এই বিবাহ মূলত ২ প্রকার।

i) প্রতিসম: যখন কোনো সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে মায়ের ভাইয়ের মেয়েকে বা বাবার বোনের মেয়েকে বিবাহ করে তখন তাকে প্রতিসম মামাতো পিসতুতো বিবাহ বলে।

- MBD-এর ক্ষেত্রে উদাহরণ হল— টোডা, গাদো।
- FSD-এর ক্ষেত্রে উদাহরণ হল— নায়ার, কুরুম্ভ, কুকি প্রভৃতি।

ii) অপ্রতিসম বিবাহ: এক্ষেত্রে কোনো গোষ্ঠীর পুরুষ মামাতো, পিসতুতো দুই ধরনের বোনের মধ্যে থেকে স্ত্রী নির্বাচন করতে পারে। যেমন— সাঁওতাল ও উঁড়াও। ভারতের বিশেষ করে বেশিরভাগ আদিবাসীদের মধ্যে এই ধরনের বিবাহ লক্ষ্য করা যায়।

2. **<u>মাসতুতো ভাইবোনে বিবাহ / খুড়তুতো জ্যাঠতুতো বিবাহ:</u>**

কোনো পুরুষের সন্তানেরা খুড়তুতো, জ্যাঠতুতো ভাইবোনের মধ্যে সাথী নির্বাচন করলে এই ধরনের বিবাহ হয়। এখানে দুটি সমান্তরাল প্রথা লক্ষ্য করা যায়— A) বাবার ভাই B) মায়ের বোন। এই ধরনের বিবাহ মুসলিম সমাজে বেশি প্রচলিত। ইহা তাদের ধর্মীয় অনুমোদন প্রাপ্ত। অন্যদিকে কাদার, ভীল প্রভৃতি আদিবাসী সমাজে এই ধরনের বিবাহ লক্ষ্য করা যায়।

কারণসমূহ:

১) বহিরাগত অনুপ্রবেশকারী হানার হাত থেকে পরিবারকে রক্ষা করা।
২) গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য ও দৃঢ়তা বজায় রাখা।
৩) উত্তরাধিকারীর সাম্যতা বজায় রাখা।
৪) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

3. **<u>দেবর ভাসুর বরণ (ল্যাভিরেট): "Levin-এর অর্থ ভাই"</u>**

যখন কোনো ব্যক্তির অবর্তমানে বড় ভাই বা ছোট ভাই তার বিধবা পত্নীকে বিবাহ করে তখন এই ধরনের বিবাহ লক্ষ্য করা যায়। আদিবাসী সমাজে এই ধরনের বিবাহ খুব প্রচলিত। উদা: সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাওঁ। কারণ:

১) অর্থনৈতিক অবস্থা যখন কন্যাপণ খুব বেশী হয়।

২) বিধবা ও তার ছেলে মেয়ে অসহায়তা থেকে রক্ষা পায়।

৩) পারিবারিক সম্পত্তি একত্রে রাখার উদ্দেশ্যে।

4. **শ্যালিকা বরণ:** যখন কোনো পুরুষ তার স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করে তখন তাকে শ্যালিকা বরণ বিবাহ বলে। 'Sorror' শব্দের অর্থ বোন। উদা: মুন্ডা, ভীল, সাঁওতাল, গন্ড প্রভৃতি সমাজে এই বিবাহ প্রচলিত। ইহা দুই প্রকার—

i) অবৈধ শ্যালিকা বরণ: কোনো ব্যক্তির স্ত্রী জীবিত থাকা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করলে তাকে অবাধ শ্যালিকা বরণ বলে।

ii) সীমিত শ্যালিকা বরণ: যখন কোনো ব্যক্তি তার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার স্ত্রীর বোনকে বিবাহ করে তখন তাকে সীমিত শ্যালিকা বরণ বিবাহ বলে। উদা: এই ধরনের বিবাহ সমস্ত আদিবাসী সমাজে ও কিছু আধুনিক সমাজে দেখা যায়।

Diagrams related to Marriage:

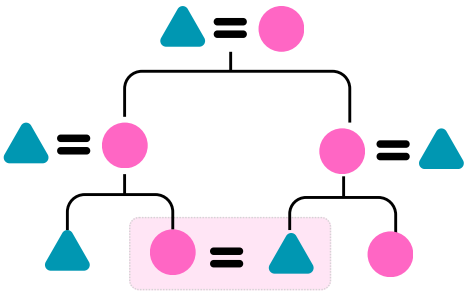

Maternal Parallel Cousin Marriage

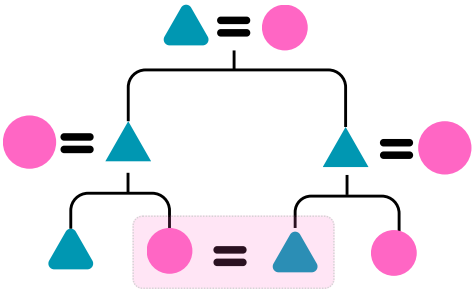

Paternal Parallel Cousin Marriage

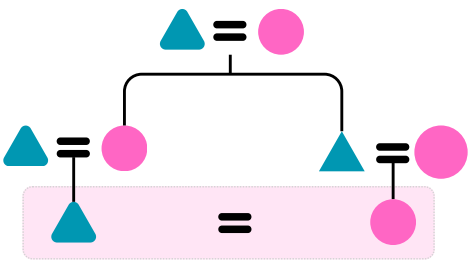

MBD

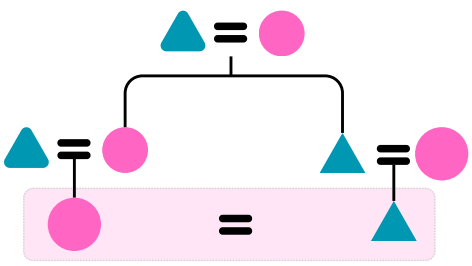

FSD

www.crackex.in

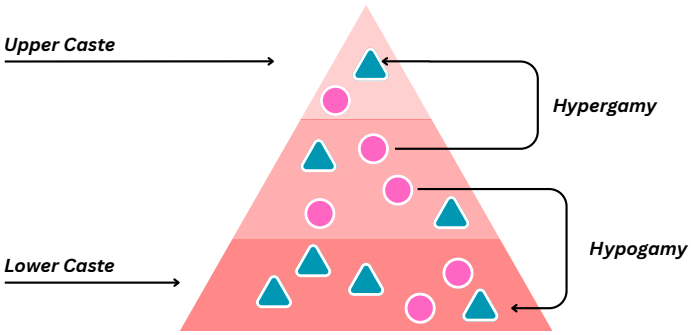

www.crackex.in

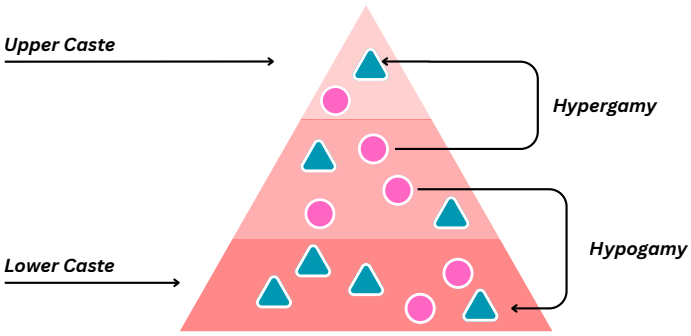

www.crackex.in

crackEx
9749529218
visit www.crackex.in